ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 30 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

The Bangladesh Times

33-B1

বাণী

ভবিষ্যতে শিক্ষার মান অনেক উন্নত করবে।

শিক্ষা প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং তা মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সমাজকে সচেতন করে তুলতে সহায়তা করে। মানুষ তার মৌলিক অধিকার শিক্ষা থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা আমাদের সকলের কর্তব্য। এবারের শিক্ষা সপ্তাহের মূল শ্লোগান 'দেশ গড়ার জন্য শিক্ষা'।

১। আমাদের দেশের মত দরিদ্রতম দেশের পক্ষে জাতীয় আয়ের শতকরা ২ ভাগের কম শিক্ষা খাতে ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো মেটানোর জন্য এ ব্যয়ের হার বাড়ানো দরকার। বিগত বছরগুলোতে শিক্ষার সম্প্রসারণ হয়েছে, কিন্তু মান-উন্নয়ন আশানুরূপ হয়নি। ফলে জাতির আশাআকাংখা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে রূপায়িত হতে পারেনি। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে বহুমুখী সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি আশাবাদী, আমরা শিক্ষার সংস্কার সাধনের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছি তা

২। বর্তমান পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৮৫-৯০) আমরা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। এর পাশাপাশি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ পর্যায়ে ভৌত সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং লেখাপড়ার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছি। মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকীকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রেও মান উন্নয়নের জন্য অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য কর্মকালীন ও কর্মপূর্ব প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩। দেশের সীমিত অর্থ সম্পদের মধ্যে সরকার যাতে কার্যকরি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে পারে সে ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজকে শিক্ষা সপ্তাহ পালন করতে গিয়ে আমরা আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাবলীর মূল্যায়ন করে ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণয়নের দিক-নির্দেশনা পাব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যে উদ্দেশ্য ও অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিবারের ন্যায় এবারও শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করা হচ্ছে তা সফল ও সার্থক হোক এই কামনা করছি। আমি শিক্ষা বিভাগের সকলস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী তথা সমাজের সচেতন নাগরিকগণকে শিক্ষার উন্নয়নে হাত প্রসারিত করার আবেদন জানাচ্ছি। আমরা ভবিষ্যৎ জাতিকে একটি সুষ্ঠু কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা উপহার দিতে চাই। এর জন্য দরকার সকল স্তরের জনগণের সক্রিয় ও ঐকান্তিক সহযোগিতা।

শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের সকল প্রস্তুতি পর্বের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হোদায়েত আহমেদ
শিক্ষা সচিব

The Bangladesh Times

তা 30 JAN 1989
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

33-B

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত রাষ্ট্রপতি এরশাদের নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে সরকারের যেমনি ভূমিকা রয়েছে, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, ছাত্রসমাজ তথা জনগণের সকল অংশের। শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনা সৃষ্টি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের সকল অংশকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যেই প্রতি বৎসর 'শিক্ষা সপ্তাহ' উদযাপিত হয়।

এ বৎসর 'দেশ গড়ার জন্য শিক্ষা' এই মূলমন্ত্র নিয়ে 'শিক্ষা সপ্তাহ-১৩৯৫' উদযাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। নিরক্ষরতা, পশ্চাৎপদতা ও অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করে প্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার অভীষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখেই এই সপ্তাহের আয়োজন। দেশবাসী জনগণের শিক্ষার অধিকারকে সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নিশ্চিত করার জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়াস জোরদার করা হয়েছে। এই ঈপ্সিত সুমহান লক্ষ্য অর্জন করতে প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। এক্ষেত্রে শিক্ষা সপ্তাহের আয়োজন ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম।

রাষ্ট্রপতি এরশাদের গতিশীল ও সুমহান নেতৃত্বে সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতিবাচক অবদান রাখবে। শিক্ষা ক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষার মান উন্নয়ন, পরিধি সম্প্রসারণ, পাঠ্যক্রমকে বাস্তবমুখীকরণ, পরীক্ষা পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত রূপান্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহুমুখী সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, এই সব সংস্কারসমূহ দেশবাসী জনগণের গণতান্ত্রিক আশা আকাংখা পূরণে সক্ষম হবে এবং গণমুখী, বাস্তবসম্মত, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের পথে

আমি 'শিক্ষা সপ্তাহ-১৩৯৫' উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে বিশেষত শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ যে সকল অধিদফতর, পরিদফতর ও সংস্থা এই সপ্তাহ পালন উপলক্ষে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

শেখ শহীদুল ইসলাম
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

The Bangladesh Times

তারিখ 30 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ১ ...

33-৫

বাণী

শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

শিক্ষা একটি সাংবিধানিক অধিকার। আমাদের অঙ্গীকার দু' হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী। এর পাশাপাশি সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে এগিয়ে চলছে গণশিক্ষা কর্মসূচী। শিক্ষা সম্প্রসারণের সাথে সাথে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের প্রয়াসও অব্যাহত রাখতে হবে। এ ব্যাপারে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বর্তমানে পরীক্ষা কেন্দ্রে দুর্নীতির প্রভাব বেড়ে গেছে। পরীক্ষা পদ্ধতিকে ঢেলে সাজানো তাই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এর প্রভাব শিশু কিশোরদের ওপর পড়ছে। সমগ্র জাতির জন্য তা এক অশুভ পরিণাম ডেকে আনবে।

আমি আনন্দিত যে শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক এবং শিক্ষা পাঠ্যক্রম বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হবে। এ পুরস্কার একদিকে যেমন বিজয়ীদের দিচ্ছে স্বীকৃতি তেমনি অন্যদের জন্যে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

আশা করি শিক্ষা সপ্তাহকে কেন্দ্র করে শিক্ষক সমাজ এবং সচেতন অভিভাবকবৃন্দ শিক্ষার মানোন্নয়নে সচেষ্ট হবেন।

শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন সর্বাঙ্গসুন্দর হোক—এ কামনাই করি।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা